সংবাদ

18 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

### কুমারখালীর ডাঁশা মাধ্যমিক বিদ্যালয়

# জরাজীর্ণ ভবনে লেখাপড়া আতঙ্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থী

**প্রতিনিধি, কুমারখালী (কুষ্টিয়া)**

অর্ধশত বছরের অধিক সময় ধরে পাঠদানের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবহন করে চলেছে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার পান্টি ইউনিয়নের ডাঁশা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও তাদের পরীক্ষার ফলাফল দীর্ঘদিন ধরে সন্তোষজনক হলেও অবকাঠামোগতভাবে উন্নয়নের ছোঁয়া একেবারেই না লাগা এবং জরাজীর্ণ ভবনে ক্লাস করায় আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন বিদ্যালয়টির শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ।

উপজেলার পান্টি ইউনিয়নের নিভৃত পল্লী ডাসা গ্রামের কিছু শিক্ষানুরাগী মানুষের উদ্যোগ ও সার্বিক সহযোগিতায় ১৯৬৬ সালে গড়ে ওঠে ডাঁশা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। যা পরবর্তীতে নামকরণ করা হয় ডাঁশা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার ৭ বছর পর ১৯৭৩ সালে এই বিদ্যালয়ে চালু হয় বিজ্ঞান বিভাগ। এক-পা দুপা করে এগিয়ে চলতে চলতে বর্তমানে বিজ্ঞান, মানবিক এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিদ্যালয়টির বয়স অর্ধশতাধিক বছরের অধিক সময় হলেও অবকাঠামোগতভাবে তেমন উন্নয়নের ছোয়া লাগেনি। তিনটি ভবনের মধ্যে দুটি অনেক আগেই পরিত্যাক্ত ঘোষনা হলেও ভবনের অভাবে অধিক ঝুকিপূর্ন জরাজীর্ণ রুমে নিরুপায় হয়ে ব্যাপক আতংকের মধ্যে প্রতিনিয়ত ক্লাস করছে এমন শিক্ষার্থীরা বলেন, ক্লাস রুমে জানালা, দরজা নেই এমন অবস্থায় দেশের আর কোথাও কোনো স্কুলের শিক্ষার্থীরা ক্লাস করছে বলে আমাদেও মনে হয় না। দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সরকারের ব্যাপক উন্নয়নের নিদর্শন স্বরুপ আধুনিক মানের ভবন গড়ে উঠলেও আমাদেও স্কুলে তার ছিটে ফোটাও উন্নয়ন হয়নি। তারা বলেন, আমরা জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, ক্লাসরুম ধসে মৃত্যুবরণ করতে নয়। বিদ্যালয়ের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীরা তাদের বিদ্যালয়ে নতুন ভবনের দাবিতে কয়েকদিন আগে বিদ্যালয় মাঠে মানববন্ধন কর্মসূচির পালন করে। নতুন ভবন নির্মাণের দাবি জানিয়ে ডাঁশা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাহাঙ্গীর কবির বাবু বলেন, শিক্ষাবান্ধন শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আমাদের আকুল আবেদন এই বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ করে ডাঁশা এলাকার সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন করবেন। জরাজীর্ণ ক্লাসরুমগুলোতে চার শতাধিক শিক্ষার্থী নিয়ে বর্ষা মৌসুমে পানি পড়াই পাঠদান ও গ্রহণে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এমটিই জানালেন ডাঁশা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফারুক হোসেন।

*কুমারখালী: ডাঁশা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জীর্ণ শ্রেণীকক্ষে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা* -সংবাদ